JAN. 0 1 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩ ......

ভোরের কাগজ

এডুকেশন ওয়াচ ২০০০ রিপোর্টের প্রকাশনায় শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের পদক্ষেপ শিগগিরই জানতে পারবেন

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনীতি ও সন্ত্রাস দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, এ বিষয়ে সম্প্রতি মন্ত্রিসভায়ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কথা জনগণ খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারবেন।

দি এডুকেশন ওয়াচ২০০০ রিপোর্টের প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। গতকাল সোমবার নগরীর, এলজিইডি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ) অধ্যাপিকা জাহান আরা বেগম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব অধ্যাপক ড. তাহমিনা হোসেন, এডুকেশন ওয়াচের ড. মনজুর আহমেদ, এ এন এম ইউসুফ, রাশেদা কে চৌধুরী। রিপোর্ট উপস্থাপন করেন ড. মোশতা রাজা চৌধুরী।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে এই সমীক্ষা রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে বেসরকারি উদ্যোগে বছরব্যাপী এই সমীক্ষা চালানো হয় বলে জানানো হয়।

সার্বিক শিক্ষার মান বাড়াতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সব মহল থেকেই অভিযোগ উঠছে– শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদিই শিক্ষার মান অবনতির প্রধান কারণ। তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, আপনারা খুব তাড়াতাড়িই শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকারের পদক্ষেপের কথা জানতে পারবেন। তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয় এটা আমার জানা ছিল না। শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি আমাকে অর্ধমৃত করে দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কতিপয় বাধার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখানে রাজনীতি তেমন নেই। তবে স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও গভর্নিং বডি অনেক অনিয়ম- দুর্নীতি করে থাকে। স্কুল ব্যবস্থাপনা যদি সৎ না থাকে তাহলে উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তিনি শিক্ষাঙ্গনের অবকাঠামো উন্নয়ন, উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে পর্যাপ্ত, তবে গুণগত মান বাড়েনি।

তিনি বলেন, ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান নিয়ে অনেক অনিয়ম- দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে শিক্ষাঙ্গন পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের বাইরে এই পরিদর্শন ব্যবস্থা অন্য কোনো সংস্থার কাছে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অনেক স্কুলে খাতা-কলমে শিক্ষক থাকলেও বাস্তবে নেই। তারা মাস শেষে নিয়মিত বেতন তুলে নেয়। এগুলো দূর করতে হবে।

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বলেন, গবেষণা রিপোর্ট নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে এ কথা সত্য শিক্ষার মান প্রতিদিন নিম্নগামী হচ্ছে। নকল প্রবণতা সীমাহীনভাবে বাড়ছে। এ বিষয়ে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ না নিলে আমরা সামনে এগুতে পারবো না।

ড. তাহমিনা হোসেন বলেন, সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি নেওয়ার পর সরকার বাচ্চাদেরকে প্রথমে স্কুলে আনার বিষয়েই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তখন শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সরকারি হিসাবে ৮৬ ভাগ শিশু এখন স্কুলে আসছে। এখন শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, গ্রামের অনেক মা-বাবা দারিদ্র্যের কারণে তাদের সন্তানদের তাড়াতাড়ি উপার্জনে নামিয়ে দেন। ফলে ড্রপ আউটের সংখ্যাও বাড়ছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে এই সমীক্ষা রিপোর্টকে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট ধরে তিনি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এরপর গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

এর আগে গতকাল সোমবার সকালে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০-এর প্রকাশনা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, সরকারি স্কুলগুলোর এই হতাশাজনক চেহারা পাল্টানোর জন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নয়, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জামান আহমেদ, সাবেক মুখ্য সচিব আ ন ম ইউসুফ, বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মাহমুদুল আলম, ইউনিসেফের সাবেক পরিচালক ড. মনজুর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর সহযোগী অধ্যাপক নাজমুল হক, ব্র্যাকের উপনির্বাহী পরিচালক ড. এ এম আর চৌধুরী এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান বরাদ্দ জাতীয় আয়ের মাত্র ২ ভাগ। এই বরাদ্দকে অন্তত পক্ষে ৫ ভাগে উন্নীত করতে হবে- পাশাপাশি শিক্ষাকে বিকেন্দ্রিক করতে হবে।

বক্তারা বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে হাতেগোনা যে কয়টি সরকারি স্কুলের শিক্ষার মান এবং শিক্ষকদের মান ভালো তা সবই ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমতার ভিত্তিতে অথবা প্রয়োজনে বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে।

বক্তারা বলেন, ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যে ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করেছে সরকার, গবেষণায় দেখা গেছে গ্রামের স্কুলের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা অর্জনের হার মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ, শহরের স্কুলের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ২ ভাগ এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলোতে এই হার ৬ গুণেরও বেশি।

বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের মানের ক্ষেত্রেও একই চেহারা। ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, ২০০১ সালে এসেও সে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি না থাকায় সময়ের সঙ্গে শিক্ষকরাও এগিয়ে থাকতে পারছেন না। এরই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক পারস্পরিক যোগাযোগের চেয়ে একপাক্ষিকভাবে শিক্ষকের ক্লাস নেওয়ার ঘটনাই বেশি ঘটে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার এবং শিক্ষকদের মান সম্পর্কিত এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০-এ ১৮৬টি স্কুলের ২৫০৯ জন শিক্ষার্থী ও ২ হাজার ৫০৯ জন পিতামাতার ওপর এবং ১১৪ জন প্রশিক্ষক, ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ২৩৩টি শ্রেণী কক্ষের ওপর জরিপ করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ জানান, এ ধরনের গবেষণা প্রকাশনা তাদের দ্বিতীয় প্রকাশনা। এর আগে ২০০০ সালে শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল।